



34561 - কবরবাসীকে সালাম দায়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন

কবররে কাছে কোন অভিবাদনটি বলতে হয়? কবরগুলোর কাছে পশেকৃত সালাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে করোমরে জন্য পশেকৃত সালামরে মধ্যে কিকোন পার্থক্য আছে?

এটা কিসঠকি যে, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবর য়ারতরে সময় আমরা বলব: ইয়া রাসূলুল্লাহ্ এবং কবরস্থানে প্রবশেরে সময়ে বলব: ইয়া আহলাল কুবুর (ওহে কবরবাসী); নাকি এটা শরিক হব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

পুরুষদরে জন্য কবর য়ারত করা মুস্তাহাব। যহেতে বুরাইদা বনি আল-হুসাইব (রাঃ) এর হাদসিএসছে: “নশিচয় আমি তমোদরেকে কবর য়ারত থেকে বারণ করছেলাম; এখন তমোরা কবরগুলো য়ারত কর।”[সহহি মুসলমি (৯৭৭), অপর এক বরণায় আছে: “নশিচয় কবর য়ারত আখরিতকে স্মরণ করয়িএ দেয়।”[মুসনাদে আহমাদ (১২৪০), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৫৬৯), আলবানী হাদসিটকিএ ‘সহহি সুনানে ইবনে মাজাহতে সহহি বলছেন]

কবর য়ারতকালে কবরবাসীকে সালাম দয়ো ও তাদরে জন্য দয়ো করা মুস্তাহাব; যভোবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদরেকে দয়ো করা শখিয়িছেন। আয়শো (রাঃ) থেকে বরণতি আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলনে: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা তাদরেকে (অর্থাৎ কবরবাসীদরেকে) কোন পদ্ধতিতে বলব? তিনি বলনে, তুমি বলব:

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلْآخِقُونَ

(কবরবাসী মুমনি-মুসলমানদরে ওপর শান্তি বর্ষতি হোক। আমাদের মধ্যে অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী সকলরে প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষতি হোক। ইনশাআল্লাহ, আমরা অচরিই আপনাদরে সাথে মলিতি হব।)[সহহি মুসলমি (৯৭৪)]

বুরাইদা বনি আল-হুসাইব (রাঃ) থেকে বরণতি আছে যে: তারা যখন কবরস্থানের উদ্দেশ্যে বরে হতনে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদরেকে শখিয়িএ দতিনে। তখন তাদরে কউএ এভাবে বলত:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

ওহে কবরবাসী মুমনি ও মুসলমানগণ! আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষতি হোক। ইনশাআল্লাহ, আমরা অচরিহেই আপনাদের সাথে মিলিত হব। আমি আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য নরিপত্তার দোয়া করছি।[সহিহ মুসলিমি (৯৭৫)]

সাহাবীদের কবরগুলো যিয়ারতের সময়ও পূর্বোল্লখিত দোয়াগুলো বলবেন; সাহাবীদের কবর যিয়ারতের বিশেষ কোন দোয়া নহে।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দুই সাহাবী আবু বকর ও উমর (রাঃ) এর কবরগুলো যিয়ারতের সময় সাহাবায়েরে করোম থেকে বরণতি আমল হলো: সালাম দোয়া। ইবনে উমর (রাঃ) বলতেন: ‘আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ্। আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা বকর। আসসালামু আলাইকা ইয়া আবাত। এরপর তনি স্থান ত্যাগ করতেন’।[হাফযে ইবনে হাজার বরণনাটকি সহিহ বলছেন]

কোন কোন আলমে এতটুকুর চয়ে একটু বাড়িয়ে বলেন: আসসালামু আলাইকা ইয়া খরিতাল্লাহ মনি খালক্বহি। আসসালামু আলাইকা ইয়া সায্যদিল মুরসালনি...। আশহাদু আন্বাকা বাল্লাগতার রসিলাহ।[দখুন: ইমাম নববীর লখো ‘আল-আযকার’ (পৃষ্ঠা- ১৭৪) এবং ইবনে কুদামার লখো ‘আল-মুগনী’ (৫/৪৬৬)]

তাবারী বলেন: যদি যিয়ারতকারী পূর্বোকৃত ভাষ্যেরে চয়ে বাড়িয়ে বলেন এতে কোন আপত্তি নহে। তবে পূর্ববর্তীদের অনুসরণই উত্তম।[সমাপ্ত] অর্থাৎ সাহাবায়েরে করোম থেকে যা উদ্ধৃত হয়েছে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) ‘মানাসকিল হাজ্জ ওয়াল উমরা’ গ্রন্থে বলেন: প্রথমবার মসজিদে নববীতে আসার পর আল্লাহর ইচ্ছায় যত রাকাত ইচ্ছা তত রাকাত নামায পড়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দুই সাহাবীদেরকে সালাম দিতে যাবেন।

১। কবররে সামনে গিয়ে কবরকে সম্মুখভাগে রেখে এবং কাবাকে পছিনে রেখে দাঁড়াবেন। এরপর বলবেন: আসসালামু আলাইকা, ইয়া আইয়ুহান নাবয়িযু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। যদি এর চয়ে বেশি যথোপযুক্ত কিছু বাড়তে চান তাতে কোন অসুবিধা নহে। যমেন এভাবে বলা: আসসালামু আলাইকা, ইয়া খাললিল্লাহ, ওয়া আমীনুহু আলা ওয়াহয়হি, ওয়া খরিতাহু মনি খালক্বহি। আশহাদু আন্বাকা ক্বাদ বাল্লাগতার রসিলাহ, ওয়া আদ্দাতাল আমানা, ওয়া নাসাহতাল উম্মাহ, ওয়া জাহাদতা ফলিল্লাহি হাক্বা জহিাদহি।

আর যদি পূর্বোল্লখিত ভাষ্যেরে মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সটোই ভালো। ইবনে উমর (রাঃ) যখন সালাম দতিনে তখন তনি বলতেন: আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ্। আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা বকর। আসসালামু আলাইকা ইয়া আবাত। এরপর তনি স্থান ত্যাগ করতেন।



২। এরপর এক কদম ডানে সরে এসে আবু বকর (রাঃ) এর কবররে সামনে দাঁড়িয়ে বলবে: আসসালামু আলাইকা, ইয়া আবা বাকর, ইয়া খালফাতা রাসূললিলাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফি উম্মাতহি। রাদআল্লাহু আনকা ওয়া জাযাকা আন উম্মাতি উম্মাদনি খাইরা।

৩। এরপর এক কদম ডানে সরে এসে উমর (রাঃ) এর কবররে সামনে এসে বলবে: আসসালামু আলাইকা, ইয়া উমার! আসসালামু আলাইকা, ইয়া আমীরাল মুমিনীন। রাদআল্লাহু আনকা, জাযাকা আন উম্মাতি মুহাম্মাদনি খাইরা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে সালাম দয়ো যনে আদবরে সাথে ও নমিনস্বররে হয়। কনেনা মসজদি স্ৱর উঁচু করা নষিদিধ; বশিষেতঃ মসজদি নববীতে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবররে কাছে।

[মানাসকিল হাজ্জ ওয়াল উমরা ওয়াল মাশরু ফযি যয়িরা (১০৭ ও ১০৮ পৃষ্ঠা)]

কবর যয়িরতকালে কোন ব্যক্তি কবরগুলকে ‘আসসালামু আলাইকুম’ (আপনাদরে প্রতী শান্তি বর্ষতি হোক) বলা কথিবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবর যয়িরতকালে ‘আসসালামু আলাইকা, ইয়া রাসূলুল্লাহ্’ বলা শরিক হিসেবে গণ্য হবে না। কনেনা সটে মৃত ব্যক্তিদিরেকে ডাকা নয়, তাদরে কাছে সাহায্য চাওয়া নয়। বরঞ্চ তাদরে জন্য দয়ো করা; যাতে করে আল্লাহ্ তাদরেকে মৃত্যুর পরে বান্দা কবররে আযাব, পুনরুত্থান, হিসাবনিকাশ ইত্যাদি ক্ষত্রে য়ে বপিদআপদ ও পরকালীন বভীষকার মুখোমুখি হয় সগেলো থেকে নরিপদে রাখনে।

আমরা আল্লাহ্ৰ কাছে দুনিয়া ও আখরিতরে নরিপত্তা চয়ে দয়ো করছি। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।

দখেুন: যাদুল মুস্তাকনি (৫/৪৭৩) এবং ড. ইউসুফ আল-ওয়ালিরে লখে ‘আশরাতুস সাআহ’ (পৃষ্ঠা-৩৩৭)।